আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন

বর্ষাকালীন সংখ্যা

আষাঢ় ১৪৩০

দেখতে দেখতে আষাঢ় মাস চলে এল কিন্তু আকাশে বাতাসে বৃষ্টির চিহ্নমাত্র নেই। যত দূর চোখ যায় ধূসর নীলচে সাদাটে অদ্ভুত আকাশ, দেখলেও প্রাণে মেঘদূত –এর মতো কোনো কাব্য তো দূরস্থান, কেমন একটা হাসফাঁস করা অবস্থাই ভেসে উঠছে। আশা করা যাক, পয়লা আষাঢ় হোক না হোক, দিন কয়েকের মধ্যেই নেমে আসবে আকাশ গলানো আনন্দ ধারা। সেই আশা নিয়েই আসুন শুরু করা যাক এবারের বাংলা স্ট্রিট...

সম্পাদকীয়

আশিস পণ্ডিত

এবারের বাংলা স্ট্রিট-এর সম্পাদকীয় যখন লিখতে বসেছি তার মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেই ওড়িশার বালাসোরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন শতাধিক মানুষ। আহতের সংখ্যাও বিরাট।

প্রধানমন্ত্রী এসেছেন ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি দেখে ব্যবস্থা নিতে। উপস্থিত হয়েছেন সেরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও। হতাহতের সংখ্যা ঠিক কত তা নিয়ে সংশয় আছে এখনো । এই পরিস্থিতিতে বাংলাস্ট্রিট স্বভাবতই শোকাহত ভয়াবহ দুর্ঘটনার জেরে। আশা করা যাক পরিস্থিতি যত ভয়াবহই হোক শীঘ্র তা আয়ত্বে আনা সম্ভব হবে। এরকম পরিস্থিতি যেন আমাদের ভাগ্যে আর কখনোই না আসে। প্রয়াতদের জন্য শ্রদ্ধা রইল। আহতদের যথাশীঘ্র সুস্থতা কামনা করি।

সূচিপত্র

প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার হালহকিকত (দ্বিতীয় ভাগ) Page 4
আদিত্য ঠাকুর

দি গ্রেট ওরিয়েন্টাল এক্সপ্রেস সিঙ্গাপুর Page 8
কিঙ্কল রায়চৌধুরী

কর্ণাটকের ঝড় জরুরি বার্তা নিয়ে এল Page 11
আশিসকুমার সান্যাল

কর্ণাটক নির্বাচন এমন কিছু প্রশ্ন তুলে দিল যার উত্তর নেই Page 14
অলক দেব

অন্য আমেরিকায় Page 17
সমরেশ মজুমদার

সুমেরুতে সাতদিন Page 21
রাজর্ষি পাল

কলকাতায় এবার ভারতসেরা ডায়াবেটিস চিকিৎসা Page 25
নিজস্ব প্রতিবেদন

শতবর্ষ পেরিয়ে গেলেন মৃণাল সেন Page 26
তাপস দেব রায়

চাই সময়ের সঙ্গে তাল দেবার মানসিকতা Page 28
শ্যামল সেনরায়

স্বপ্নপূরণ ধোনির Page 31
স্বপন সোম

আইপিএল - বিজনেস মডেল, ব্র্যান্ড ভ্যালু ইত্যাদি নিয়ে কিছু তথ্য Page 33
নিজস্ব প্রতিবেদন

লেখা ১

প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার হালহকিকত (দ্বিতীয় ভাগ)

আদিত্য ঠাকুর

বদলে যাচ্ছে আবহাওয়া। প্রচণ্ড গরমে আধপোড়া অবস্থাতেই বসে শোনা যাচ্ছে এই আছড়ে পড়ল বলে প্রবল সাইক্লোন। কিন্তু কেন এই আচমকা আবহাওয়ার পরিবর্তন, এই পরিবর্তনের পিছনে কাজ করছে কি কোন প্রাকৃতিক বিষয় ? নাকি এসবই আমাদের নিজেদেরই অপসিদ্ধান্তের ফল ? এই নিয়ে গত সংখ্যায় শুরু হয়েছিল ধারাবাহিক রচনা । এই সংখ্যায় রইল তার পরবর্তী অংশ...

কয়েক বছরের আবহাওয়ার পরিবর্তনেই জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ে কিছু বলা বাড়াবাড়ি। পৃথিবী নিজেই একটি সদা পরিবর্তশীল সৌরজগতের সদস্য। এছাড়াও সূর্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব তো আছেই পৃথিবীর জলবায়ুর ওপর। আর আছে পৃথিবীর বাসিন্দা মানুষের দ্বারা কৃত্রিম ভাবে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রচেষ্টা বা প্রভাব।

কিন্তু আবহাওয়া আর জলবায়ুর মধ্যে বিস্তর ফারাক। কয়েক বছরের আবহাওয়ার বদলের নিরিখে জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কিত মন্তব্য করা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। প্রথম কয়লা উত্তোলনকে যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতির সূচনা ধরলে আমাদের পৃথিবীর বর্তমান “আধুনিক” সভ্যতার বয়স খুব বেশী নয়। তবুও এই সময়ের মধ্যেই আমরা মানুষরা পৃথিবীর বাতাসের দূষণ ঘটিয়েছি প্রভূত মাত্রায়। গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং অরণ্য ধ্বংস করে শুধুমাত্র মানুষরাই বিশ্বের তাপমাত্রা বাড়িয়েছি। শুধুমাত্র

ভারতে ১৯০১ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ ০.৭° সেন্টিগ্রেড (১.৩° ফারেনহাইট), ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা বিশেষ ভাবে চিন্তিত।

বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন শুধুমাত্র মানুষের দ্বারাই হচ্ছে তা বলা সঙ্গত নয়। পৃথিবী নিজেই একটি সদা পরিবর্তশীল সৌরজগতের সদস্য। এছাড়াও সূর্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব তো আছেই পৃথিবীর জলবায়ুর ওপর। আর আছে পৃথিবীর বাসিন্দা মানুষের দ্বারা কৃত্রিম ভাবে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রচেষ্টা বা প্রভাব।

যদি প্রাচীন তথ্যভাণ্ডারের দিকে চোখ ফেরাই দেখতে পাব, পৃথিবীর সমগ্র জলবায়ু পরিবর্তন হয়েছে বেশ কয়েকবার। “মাস এক্সটিংশন” –এর মতো ঘটনা বেশ কয়েকবার ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে। শেষবার হয়েছিল ডাইনোসরদের অবলুপ্তির মাধ্যমে। সেই সময় একটি বিশাল উল্কাপিণ্ড অথবা একটি গ্রহাণু পৃথিবী পৃষ্ঠে আছড়ে পড়ার ফলে ডাইনোসরদের মতো বিশাল প্রাণীসহ বহু প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছিল পৃথিবী থেকে। তারপরও পৃথিবী আবার তার প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পেয়েছে। বিভিন্ন সময়ে তুষার যুগের প্রভাবেও পৃথিবীর বহু প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটেছে।

পৃথিবীর জলবায়ু কীভাবে পরিবর্তিত তা একটু দেখে নেওয়া যাক।

মূলত দু'ধরনের প্রভাবের ফলে বিশ্বের জলবায়ুর পরিবর্তন হতে পারে।

প্রথমত , পৃথিবী নিজে একটি সজীব গ্রহ, যার অভ্যন্তরে গলিত এবং ঘূর্ণায়মান গলিত পদার্থ বা লাভা রয়েছে। এই লাভার ওপর ভেসে রয়েছে এই ভূপৃষ্ঠ ও মহাসাগর। এই ভাসমান ভূপৃষ্ঠ, যাকে আমরা বিভিন্ন মহাদেশের নাম দিয়েছি তারা নিরন্তর চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। ফলে কোটি কোটি বছরে মহাদেশগুলো কখন কাছে আসে বা দূরে চলে যায়। এর ফলে সমুদ্রের সীমানারও ব্যপক ভাবে পরিবর্তন হয়। পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল তার ভিতরে অবস্থিত গলিত লাভার ওপর। লাভা জমাট বেঁধে গেলে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। চৌম্বকক্ষেত্র পৃথিবীর ঢাল স্বরূপ। মহাজাগতিক রশ্মি, বিকিরণ এবং সৌরঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে পৃথিবীর সমগ্র প্রণীকূলকে রক্ষা করে চলেছে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র। এছাড়াও পৃথিবীর অভ্যন্তরের গলিত লাভাও পৃথিবীকে জমে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। সমুদ্র উৎপন্ন বিভিন্ন তাপমাত্রার জলস্রোতও অনেকাংশে নির্ভরশীল তার অভ্যন্তরস্থ গলিত পদার্থ এবং আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ওপর। আমরা জানি দক্ষিণ গোলার্ধে জলের পরিমাণ উত্তর

গোলার্ধের তুলনায় বেশী। প্রকারান্তরে বলা যায় উত্তর গোলার্ধে ভূমির পরিমাণ বেশী। জলের তাপধারণ ক্ষমতা ৪১৮৪ জুল প্রতি কিলোগ্রাম প্রতি ডিগ্রী কেলভিন এবং ভূমির তাপধারণ ক্ষমতা ৮৫০ জুল প্রতি কিলোগ্রাম প্রতি ডিগ্রী কেলভিন। ফলে ভূপৃষ্ঠ জলের তুলনায় তাড়াতাড়ি গরম হয় এবং ঠান্ডা হয়। এই কারণেই উত্তর মেরু অঞ্চলে বরফের পরিমাণ দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের তুলনায় বেশী। কিন্তু সর্বদা এই বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে পারবে না উত্তর গোলার্ধ। কন্টিনেন্টাল ড্রিফটের ফলে সুদূর ভবিষ্যতে যদি দক্ষিণ গোলার্ধে ভূমির পরিমাণ বেড়ে যায় তখন পরিস্থিতি উল্টো হবে, অর্থাৎ দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে বরফের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। তার জন্য অবশ্য আমাদের কমপক্ষে ১০ লক্ষ্য বছর অপেক্ষা করতে হবে। সুতরাং এই বিশ্বের জলবায়ুর ক্ষেত্রে পৃথিবীর নিজস্ব অবদান ব্যপক এবং অতি প্রয়োজনীয়।

এরপর বলতে হয় মানুষ দ্বারা পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের কথা। ব্যপক ভাবে ফসিল ফুয়েল ব্যবহার, শিল্প বিপ্লব, বিভিন্ন সামগ্রীর উৎপাদন, শহর নির্মাণ ও বন-জঙ্গল ধ্বংসের মাধ্যমে বিশ্বে গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ ও জমে থাকা তাপ শক্তির পরিমাণ যথেচ্ছ বেড়েছে। ফলস্বরূপ বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মেরুর বরফ গলে যাচ্ছে। হিমালয় এবং অন্যান্য পর্বতের ওপর জমে থাকা বিশালকায় হিমবাহও দ্রুত গলে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই সমস্ত ঘটনার পিছনে রয়েছে মনুষ্য দ্বারা প্রকৃতি নিধন। ইদানিং এল নিনো এবং লা নিনার কথা শোনা যায়। জলবায়ুর একটি বিশেষ ধরন বা অবস্থাকে এল নিনো বলা হয়। এর ফলে পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের ক্রান্তিবৃত্তিয় অঞ্চলে (কর্কট ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তি রেখার মধ্যবর্তী অঞ্চল) সমুদ্রের জলের উপরিতলের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। এর ফলে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি স্থানে খরা দেখা দেয়, অপরদিকে পেরু, ইকোয়েডর প্রভৃতি দেশ বন্যা কবলিত হয়। এল নিনোর নির্দিষ্ট কোন ছন্দ নেই। দুই থেকে তিন বছর স্থায়ী হতে পারে এল নিনো। এল নিনোর ফলে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। প্রশান্ত মহাসাগরের আগ্নেয় মেখলা বলয়ের অগ্নুৎপাত এল নিনোর একটি সম্ভাব্য কারণ বলে মনে করা হলেও এল নিনোর প্রকৃত কারণ এখনও সম্পূর্ণ ভাবে জানা যায়নি। লা নিনা হল এল নিনোর

বিপরীত অবস্থা। এই অবস্থাতে পৃথিবীর জলবায়ুর স্বাভাবিক ছন্দ বজায় থাকে। বৃষ্টিপাতও স্বাভাবিক হয়।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর জলবায়ুর ওপর পৃথিবীর নিজস্ব প্রভাব ছাড়াও মহাজাগতিক, বিশেষ করে সূর্যের এবং সৌরজগতের প্রভাব সর্বাধিক।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ।

লেখা ২

দি গ্রেট ওরিয়েন্টাল এক্সপ্রেস সিঙ্গাপুর

কিঞ্জল রায়চৌধুরী

চাইনিজ খাবারের প্রসঙ্গ উঠলেই খাদ্যপ্রিয় বাঙালিরা দু-ভাগে ভাগ হয়ে যান। একদল সংগত ভাবেই মনে করেন চাইনিজ বলে অধিকাংশ খাবার যা আমরা হামেশাই খেয়ে থাকি আদপেই সেগুলো চাইনিজ নয়, চীনা খাবারের ভারতীয় সংস্করণ। আর একদল 'খাঁটি চাইনিজ' বললেই আতঙ্কে লাফিয়ে ওঠেন – তাঁদের কল্পনায় তেলবিহীন সিদ্ধ-করা কিছু প্রাণী ভেসে বেড়াতে থাকে। অবশ্যই এর বাইরে ব্যতিক্রমী সচেতন খাদ্যরসিকও আছেন যাঁরা নির্ভেজাল চীনা খাদ্যবস্তুর রসাস্বাদন করতে চান – ইতিউতি খুঁজে বেড়ান 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনোখানে' । এই সকল প্রকার খাদ্যরসিককেই নির্দ্বিধায় আহ্বান জানাচ্ছে খাঁটি চাইনিজ ও ও থাই ফুডকোর্ট 'ওরিয়েন্টাল এক্সপ্রেস সিঙ্গাপুর' (Oriental Express Singapore)।

গোলপার্কের মৌচাক মিষ্টির দোকানের একদম সন্নিকটেই অপেক্ষমান এই চাইনিজ ফুডকোর্ট। মৌচাক-এর উল্টোদিকে ফার্ণরোডের অভিমুখে কয়েক পা হাঁটলে ডানদিকে চোখ চলে যাবেই। কেননা চারপাশে আরও কয়েকটি রেস্তোরাঁর পাশাপাশি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বাতাবরণ নিয়ে দাঁড়িয়ে 'ওরিয়েন্টাল···' । আগাগোড়া লাল ব্যাকগ্রাউন্ডে সাদার মিশেলে সুসজ্জিত এই ফুডকোর্টের সবুজ কার্পেটে পা রাখলে মনে না-হয়ে উপায় নেই একটুকরো সিঙ্গাপুরে আপনি হঠাৎ পৌঁছে গেছেন। মাথার ওপর ঝুলন্ত ডিম্বাকৃতি লাল

লন্ঠন, তাতে চীনা হরফে লেখা ‘ফুক’ – যার অর্থ ‘গুড লাক’ (Good luck)। সাইনবোর্ড থেকে মেনু লিস্ট সবকিছুতেই গুছোনো পারিপাট্যের শৈল্পিক ছোঁয়া।

‘ওরিয়েন্টাল’ –এর স্পেশ্যালিটি চাইনিজ, থাই, বার্মিজ সহ প্রাচ্যের মিলিত খাবারদাবারে। চিলি পনির অথবা চিকেনের সঙ্গে নুডলস অথবা ফ্রায়েড রাইস কম্বোর অনুষঙ্গে বানানা রাইস পুডিং ও কোল্ডড্রিঙ্কস সহযোগে পেটপুজোর আশ মেটাতে আসতেই হবে ওরিয়েন্টাল-এ। ননভেজের পাশাপাশি ভেজ কম্বোও রয়েছে অবশ্যই। চাইনিজ, থাই পদের পাশাপাশি রয়েছে বার্মিজ ‘খাউ স্যুয়ে’ । পদ্মডাঁটা জিনিসটা কদাপি চেখে দেখেছেন কি ? ক্রিস্পি চিলি লোটাস স্টেম সেই ইচ্ছা পূর্ণ করবে। রয়েছে ভেজিটেবলস, মাশরুম ও চিকেনের নানান লোভনীয় পদ। নানারকমের মিল বোউল ছাড়াও ড্রাঙ্কেন চিকেন, কিংলাইম ফ্রায়েড চিকেন, গোল্ডেন ফ্রায়েড প্রন··· এমনই রকমারি আয়োজন। ‘অরিজিনাল’ ভেটকি দিয়ে তৈরি ক্রিস্পি- জুসি ফিস ফিঙ্গার ! রয়েছে তা-ও। রান্নায় তেল কম দিয়েও সুখাদ্যের স্বাদ কী করে বজায় রাখতে হয় সেটাই তাদের পরিবেশনায় তুলে ধরছে দক্ষিণ কলকাতার গোলপার্ক স্থিত ‘ওরিয়েন্টাল এক্সপ্রেস সিঙ্গাপুর’ । কেবল তা-ই নয়, বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট শস এখানে ইনহাউস তৈরি করা হয়।

অনেকেই মনে করে থাকেন আজিনামটো ছাড়া চাইনিজ খাবার হয় না। আর আজকের দ্রুতগামী লাইফস্টাইলের সাথে পাল্লা দিয়ে জাঙ্কফুড খেতে অভ্যস্ত বাঙালিমাত্রেই এই বস্তুটির ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাই গোড়াতেই এই ধারণা ভেঙে দিচ্ছে ‘ওরিয়েন্টাল এক্সপ্রেস সিঙ্গাপুর’ । স্পষ্টতই বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা ‘এখানে আজিনামটো ব্যবহার হয় না’ ।

ওরিয়েন্টাল এক্সপ্রেসের কর্ণধার ও সক্রিয় খাদ্য প্রশিক্ষক আদিত্য পইথ জানালেন – আজিনামটো আসলে একটি ব্র্যান্ডের নাম। মূল রাসায়নিক বস্তুটি হল ‘মনোসোডিয়াম গ্লুকোমি’ । আগেকার দিনে মা-ঠাকুমাদের রান্নার হেঁশেলে ‘উমামি’ শব্দটি বহুল প্রচলিত ছিল। এটা আসলে

তা-ই। স্বাদবর্ধক এই উপাদানটি প্রাকৃতিক উপায়েও পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ ইলিশ মাছ, অথবা গুগলির মধ্যে এই উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকে। তাই কৃত্রিম আজিনামটো ব্যবহার না-করে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতেই বিশেষ এই উপাদানটি রান্নায় ব্যবহার করা সম্ভব, যাবতীয় ক্ষতির সম্ভাবনা এড়িয়েই। 'ওরিয়েন্টাল এক্সপ্রেস…' আপনাকে খাদ্য পরিবেশনার সময়ে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে এতটাই সচেতনতা বজায় রাখে।

অবশেষে একটি বিশেষ পদের কথা উল্লেখ না করলে ওরিয়েন্টাল-এর বৈশিষ্ট্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেটা হল 'রেড পেপার অক্টোপাস' (Red Pepper Octopus)। টোম্যাটোকে শুকিয়ে, সুস্বাদু ঝাল ঝাল শসে ডুবন্ত ফ্রায়েড অক্টোপাস – খাদ্যরসিকদের জিভে জল এনে দেবেই। আর যাঁরা অক্টোপাস-এর নাম শুনে দুরুদুরু বুকে ভুরু কুঁচকে ভাবছেন ট্রাই করা উচিত কি না, তাঁদের উদ্দেশ্যে বলা – চিংড়িমাছও তো মাছ নয়, তাহলে ? হোক না অক্টোপাস, খেয়ে দেখতে ক্ষতি কী !

লেখা ৩

কর্ণাটকের ঝড় জরুরি বার্তা নিয়ে এল

আশিসকুমার সান্যাল

২০২২-এর ৭ সেপ্টেম্বর কন্যাকুমারী থেকে ভারত জুড়ে এক পদযাত্রা শুরু করেছিলেন রাহুল। রাহুল গান্ধি। ১২টি রাজ্য, দু' টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৪ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে গত ৩০ জানুয়ারি তাঁর এই পদযাত্রা এসে শেষ হয় জম্মু-কাশ্মীরের শ্রীনগরে। মোট ২২ দিন ধরে সেই যাত্রার মধ্যে কর্নাটকও ছিল। কিন্তু কদিন বাদেই দেশ জুড়ে বিজেপির এই রমরমার সময়েও কার্যত ঘুরে দাঁড়াতে 'গ্র্যান্ড ওল্ড পার্টি' কংগ্রেস যে এই যাত্রাকেই হাতিয়ার করতে পারে এটা আন্দাজ করতে পারেননি অনেকেই। কিন্তু কর্ণাটকে ভোটগণনা যখন শুরু হয় তার কিছু পরেই কংগ্রেসের টুইটার হ্যান্ডল থেকে ৫০ সেকেন্ডের একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়। তাতে ভারত জোড়ো যাত্রায় রাহুলের ছবির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয় 'অ্যাম ইনভিনসিব্‌ল' গানের বাছাই চারটি লাইন --- যা রাহুলকে 'অপ্রতিরোধ্য' হিসাবে তুলে ধরছে। আর ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য : কর্নাটকে ভোটের ফলাফলের সুর সেই তখনই বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। কর্নাটক জয়ের পিছনে 'ভারত জোড়ো যাত্রা' র কৃতিত্বকেই শিরোনামে তুলে আনছে কংগ্রেস। কারণ, ওই ৫০০ কিলোমিটারের মধ্যে পড়েছিল ৫১টি বিধানসভা আসন। বিকেল পর্যন্ত যা ফলাফল পুরোপুরি প্রকাশিত, তাতে দেখা যাচ্ছে ওই ৫১ আসনের ৩৬টিতেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে কংগ্রেস। মাত্র ১৫টি আসনে পিছিয়ে তারা। সেই নিরিখে রাহুলের 'স্ট্রাইক রেট' ৭১ শতাংশ।

রাহুলের ভারত জোড়ো শুরু হওয়ার পর হিমাচল এবং গুজরাতের ভোট হয়েছে। হিমাচলে রাহুল এক দিনও প্রচারে যাননি। গুজরাতেও নমো-নমো করে প্রচার সেরেছিলেন। কিন্তু কর্নাটকে তিনি সময় দিয়েছিলেন। সে ভারত জোড়ো যাত্রাতেই হোক বা বিধানসভা ভোটের প্রচারে। রাহুলের সঙ্গে প্রচারে গিয়েছিলেন বোন প্রিয়াঙ্কাও। ফলে সে অর্থে কর্নাটক ছিল রাহুলের 'পরীক্ষা' । ফলাফল বলছে, সেই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ তিনি। প্রত্যাশিত ভাবেই কংগ্রেস মনে করছে, ভারত জোড়ো যাত্রা যে উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু, কর্নাটক ভোটের ফলাফলে তারই প্রতিধ্বনি হয়েছে। কর্নাটকের মানুষ বিজেপির 'সাম্প্রদায়িক রাজনীতি' কে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভারত জোড়ো যাত্রার সময় বিজেপিকে আক্রমণ করে রাহুল বলছিলেন, ঘৃণার বাজারে ভালবাসার দোকান খুলতে এসেছেন তিনি । সেই কথাই শোনা গিয়েছে কর্নাটক জয় নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর।

কর্নাটকে যাঁরা বিজেপিকে হারালেন, তাঁদের কুর্নিশ জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তবে কন্নড় জনতা বিজেপিকে হারিয়ে যাদের জেতালেন, সেই কংগ্রেসের নামও করেননি তৃণমূলের নেত্রী। কর্নাটকের বিধানসভা ভোটে বড়সড় ব্যবধানে যে জিতছে কংগ্রেস এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেই টুইট করেন মমতা। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'পরিবর্তনের পক্ষে যে জনাদেশ দিয়েছেন কর্নাটকবাসী, সেজন্য তাঁদের কুর্নিশ জানাই। ' তার পরেই তিনি লিখেছেন, 'নৃশংস স্বৈরাচার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের রাজনীতি পরাজিত ! যখন মানুষ বহুত্ববাদ এবং গণতান্ত্রিক শক্তির জয় চায়, তখন কোনো কেন্দ্রীয় শক্তি তাদের স্বতঃস্ফূর্ততাকে দমিয়ে রাখতে পারে না। এটাই গল্পের সারমর্ম।' মমতার টুইট থেকে এটা স্পষ্ট যে, কংগ্রেসের জয়ের চেয়েও তিনি বিজেপির বিশাল পরাজয়কে বেশি গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, আমি যেটা মনে করি অহঙ্কার, দুর্বিষহ ব্যবহার, এজেন্সি রাজনীতি, নৃশংসতার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে মানুষ। ভোট টু নো বিজেপি। কুর্নিশ জানাই কর্নাটকের মানুষদের। বিজয়ীদের। ছত্তিশগঢ়, মধ্যপ্রদেশ নির্বাচন আসছে। সেখানেও বিজেপি হারবে। শেষের শুরু। কর্নাটকে কংগ্রেসের এই বড়সড় জয়ের পরে স্বভাবতই জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপির 'বিকল্প' শক্তি হিসেবে কংগ্রেসের গুরুত্ব অনেকটাই বেড়ে গেছে। অন্যদিকে মমতার সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক ইদানীংকালে যে খুব 'মসৃণ' থেকেছে, তা নয়। উত্তর-পূর্বে ভোটের প্রচারে গিয়ে রাহুল পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গ তুলে তৃণমূলকে সরাসরি আক্রমণ করেছেন। মমতা তো বটেই, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও কংগ্রেসকে কড়াভাষায় আক্রমণ করেছেন।

এখন এটা স্পষ্ট, বিজেপি বিরোধিতার ‘বৈধতা’ র প্রশ্নে মমতা কংগ্রেসকে জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি নন। বস্তুত, মমতা এবং অভিষেকের একমুখী প্রচার — বিজেপিকে হারাতে পারে একমাত্র তৃণমূল। তৃণমূলই বিজেপির একমাত্র এবং আসল ‘বিকল্প’ । সেই সূত্রেই কংগ্রেসের থেকে বরাবর দূরত্ব রেখে চলেছেন মমতা। বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেসকে আক্রমণও করেছেন। সম্প্রতি সাগরদিঘি উপনির্বাচনে কংগ্রেসের কাছে হারের পর মমতা ‘একলা চলো’ নীতির কথা ঘোষণা করেছিলেন। বলেছিলেন, তৃণমূলের জোট হবে একমাত্র মানুষের সঙ্গে। কিন্তু তার কিছুদিন পর থেকে তিনি আবার জোট নিয়ে সরব হয়েছেন। যদিও এই দফাতেও তাঁর মুখে কংগ্রেসের নাম শোনা যায়নি। উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ যাদবের দল সমাজবাদী পার্টির হয়ে প্রচারে গিয়ে সরাসরি রাহুল এবং প্রিয়ঙ্কাকে কটাক্ষ করেছিলেন মমতা। ‘বসন্তের কোকিল’ বলেছিলেন তাঁদের। আবার সম্প্রতি মেঘালয়ে বিধানসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে তৃণমূলের ‘ইতিহাস’ নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন রাহুলও। তারই পাল্টা তৃণমূল নিজেদের ‘বিজেপির বিকল্প’ হিসাবে প্রচার শুরু করে। কর্নাটকে কংগ্রেসের বিরাট জয়ের পর বিজেপি বিরোধিতায় ‘নেতৃত্ব ’ দেওয়ার প্রশ্ন পরিস্থিতির যে খানিকটা পরিবর্তন হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বিশেষত, চলতি বছরে আরও চারটি রাজ্যের বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস যে খানিকটা এগিয়ে থেকে লড়াই শুরু করবে, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। সেই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের নাম না-করে মমতার শনিবারের টুইটটি আরও ‘তাৎপর্যবহ’ ।এতদিন বিরোধী জোটের প্রশ্নে কংগ্রেসকে এড়িয়েই গিয়েছেন মমতা। কিন্তু সম্প্রতি তিনি কংগ্রেসকেও বার্তা দিতে শুরু করেছেন। তৃণমূলের একাংশের দাবি, কর্নাটকের ভোটের পরে যে আবহ তৈরি হয়েছে, তাতে তেমন সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আবার অন্য একাংশের বক্তব্য, তাঁদের নেত্রী যা বার্তা দেওয়ার দিয়েছেন। এ বার কংগ্রেসের তরফে আগ্রহ কতটা, সেটাই দেখার।

লেখা ৪

কর্ণাটক নির্বাচন এমন কিছু প্রশ্ন তুলে দিল যার উত্তর নেই

অলক দেব

কর্ণাটকের সাম্প্রতিক ফলের সঙ্গে অনেকেই তুলনা করছেন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলের। কারণ, এই রাজ্যেও বিজেপি 'ডাবল ইঞ্জিন ' সরকারের স্লোগান তুলে গত নির্বাচনে ২০০ পার করতে চেয়েছিল। কিন্তু থমকে যেতে হয় ৭৭ আসনে। কর্নাটকেও একই পরিস্থিতি। ফারাক শুধু একটাই যে, দক্ষিণের একমাত্র রাজ্যে ক্ষমতায় থেকেও ক্ষমতা ধরে রাখতে পারল না তারা। যদিও পশ্চিমবঙ্গে পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনের এখনও অনেকটাই দেরি রয়েছে। কিন্তু সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। আর বিজেপির প্রধান লক্ষ্য ২০২৪ সালের লোকসভা ভোট। কর্নাটক নির্বাচনে পাঁচটি কারণ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির কাছেও চিন্তার।

প্রথমত, কর্ণাটকের নির্বাচনের হারের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, সেখানে রাজ্যে নেতাদের মধ্যে কোনো বড় মুখ ছিল না। ইয়েদুরাপ্পাকে সরিয়ে বিজেপি বাসবরাজ বোম্মাইকে মুখ্যমন্ত্রী করেছিল। কিন্তু এই নির্বাচনে বোম্মাইকে সে ভাবে মুখ হিসাবে তুলে ধরা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। গত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ তো বটেই আরও হাফ ডজন মুখ ছিলেন। কিন্তু কোনো মুখকেই সামনে রাখেনি বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

এবার আরেকটা বিষয় হল, কর্নাটকের ভোট প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অনেক সময় দিলেও তার বিশেষ ডিভিডেন্ড বিজেপি তুলতে

পারেনি। বাংলাতেও বিজেপির লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সেই শাহ নির্ভর। সঙ্গে রয়েছেন সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা। রাজ্যে যে সব আসন বিজেপি টার্গেট করেছে, সেগুলির দায়িত্ব নড্ডা ও শাহ ভাগ করে নিয়েছেন। কিন্তু রাজ্য নেতৃত্বের গুরুত্ব কমিয়ে কেন্দ্রীয় নেতারা কি বাংলায় সাফল্য পাবেন ? কর্নাটক ভোটের ফলাফল নতুন করে এই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

কর্নাটকের নির্বাচনে বিজেপি শিবিরে এমন ক্ষোভ ছিল যে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতাকেই সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তার মধ্যে অন্যতম প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পা। দক্ষিণের এই রাজ্যে গেরুয়া শিবিরের উত্থানে বড় ভূমিকা ছিল লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের। তাদের অনেক নেতাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। এমন পরিবেশ বাংলাতেও। রাজ্য বিজেপির অনেকেই মনে করেন বাংলার গেরুয়া শিবিরের উত্থানের পিছনে সবচেয়ে বেশি অবদান যাঁর রয়েছে, সেই দিলীপ ঘোষ এখন ‘গুরুত্বহীন’ । সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি করা হলেও প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিকে সেভাবে ‘ব্যবহার’ করা হচ্ছে না । এমন আরও অনেক নেতাই রয়েছেন, যাঁরা বিজেপির বর্তমান রাজ্য নেতৃত্বের চোখে ‘ব্রাত্য’ ।

কর্নাটকে বিজেপির প্রচারে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভোট ঝুলিতে আনার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। লিঙ্গায়েত তো বটেই সেই সঙ্গে দলিত, আদিবাসী-সহ অন্যান্য পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায়ের ভোট টানার চেষ্টা করা হয়েছে। গোটা দেশেই এই ভোট অতীতে বিজেপিকে সুবিধা দিয়েছে। বাংলাতেও মতুয়া, রাজবংশী, দলিত, আদিবাসী ভোটকে বিজেপি নিজেদের বড় সম্পদ বলে মনে করে। কিন্তু সেই ভোট যদি সরে যায় তবে কেমন ফল হতে পারে, তার নিদর্শন মিলেছে কর্নাটকে।

কর্নাটকে বিজেপি ভোটের প্রচারে হালাল, হিজাব, আজান-সহ এমন বেশ কিছু বিষয়ে সরব হয়েছে যার ফলে ধর্মীয় উস্কানির অভিযোগ উঠেছে। হনুমানকে ভগবানের রূপ দিয়ে স্লোগান তুলেছে গেরুয়া শিবির। অন্য দিকে, কংগ্রেস বজরঙ্গ দলকেই নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছে। এর পরে যে ফলাফল দেখা গিয়েছে, তাতে একটা বিষয় স্পষ্ট- কর্ণাটকের বড় অংশের ভোটার এই ধর্মের রাজনীতিকে গ্রহণ করেনি। ভোটের প্রচারে হিন্দুত্বের আবেগ ছুঁতে বিতর্কিত ছবি ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ নিয়ে সরব হয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তাতেও ‘কর্নাটক স্টোরি’ বদলানো যায়নি। বাংলাতেও বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্মীয় উস্কানির অভিযোগ রয়েছে। রামনবমী, হনুমান জয়ন্তী নিয়ে রাজনীতির

অভিযোগ রয়েছে। সেটা আদৌ আগামী লোকসভা নির্বাচনের জন্য ভাল হবে কি না, তা নিয়ে বিশাল প্রশ্ন তৈরি হয়ে রইল ।

রাজ্য বিজেপি অবশ্য প্রকাশ্যে এই সব বিষয়কে গুরুত্ব দিতে চাইছেন না। তাঁরা বলছেন, বাংলায় যে পরিমাণ দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছে তাতে, কোনো কিছুই তৃণমূলের পরাজয় আটকাতে পারবে না। আর কংগ্রেস বা সিপিএম এখন ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না।

অন্য আমেরিকায়

সমরেশ মজুমদার (সাক্ষাৎকার)

চলে গেলেন তিনি। সমরেশ মজুমদার। বাংলা স্ট্রিট-এ ২০১৩-র আগস্ট মাসের সংখ্যায় বেরিয়েছিল তাঁর সাক্ষাৎকার। বাধা গতের স্মৃতিচারণা বা স্মরণের বদলে এই সংখ্যায় রইল সেই সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকারেরই নির্বাচিত অংশ।

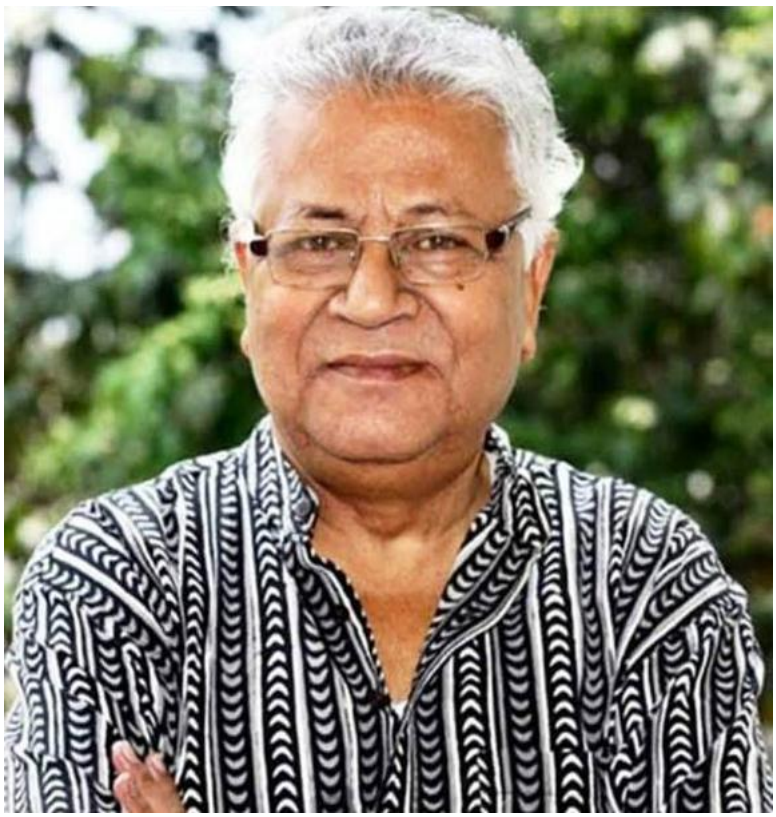

আমেরিকার একটা অভিজ্ঞতা বলি। নিউ ইয়র্কে গেলে আমার একটা বদ অভ্যেস হচ্ছে আটলান্টা শহরটায় একবার ঘুরে যাওয়া।নিউ ইয়র্ক বাস স্ট্যান্ড থেকে দু-ঘন্টা লাগে।জায়গাটা আসলে একটা ক্যাসিনো টাউন। শহরটা ২৪ ঘন্টা জেগে থাকে। এমনিতে সাধারণ কেউ সেখানে থাকে না। লাইন দিয়ে শুধুই ক্যাসিনো আর ক্যাসিনো। লোকে সেখানে সমুদ্রের হাওয়া খেতে যায়। আর রাতদিন জুয়ো খেলে। মজার ব্যাপার হল, এই আটলান্টায় যেতে পয়সা লাগে না। না, যেতে পাক্কা দুটি ঘন্টা লাগলেও লাগে না। কারণ হল, আটলান্টার ভাড়া ৩০ ডলার। কিন্তু যেই তুমি ক্যাসিনো টাউনে নামলে তোমায় ক্যাসিনো মালিক অমনি ৩০ ডলারের একটি টোকেন দেবে জুয়ো খেলার জন্যে। টোকেনটা ক্যাশ করা মাত্রই টাকাটা তোমার। এবার তুমি সেটা দিয়ে ফেরার

বাসের টিকিটও কাটতে পারো আবার জুয়োও খেলতে পারো।আমি একটি ক্যাসিনোতে গিয়ে বসলাম। আড়াই হাজার ডলার জিতছি এমনি সময়ে আমার সঙ্গে যে ছিল, গৌতম, সে বলল, 'এবার উঠুন। ফেরার বাস ৭টায় আর এখনই ৬টা। এবং আপনি এতগুলো ডলার জিতেছেন। আর খেলতে হবে না।' আমাকে তখন জুয়োয় পেয়ে বসেছে। আবার খেলতে শুরু করলাম।এবং হারতে থাকলাম। হারতে হারতে যখন ৫০০ ডলারে নেমে এসেছি তখন ৭টা বেজে গিয়েছে। বাইরে এসে দেখি সাতটার বাস বেরিয়ে গিয়েছে । পরের বাস রাত ১০টায়। আবার খেলতে লাগলাম। কখনো জিতছি, কখনো হারছি। এই করে ১০টা বাজল। বাসে উঠে রাত ১২টায় নিউ ইয়র্কে পৌঁছলাম । নেমে দেখি টেম্পারেচার মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস। ট্রেন ধরতে টিউব স্টেশনে গিয়ে শুনি রাস্তা নাকি সারানো হচ্ছে। ট্রেন নেই। পেতে হলে এখান থেকে আরো আধ ঘন্টা হাঁটতে হবে। আমাদের পরনে কেবল একটা সোয়েটার আর পাতলা জ্যাকেট । ট্যাক্সি নিলাম। চেয়েছিলাম যাতে একটু রুগ্ন চেহারা হয় ড্রাইভারের। মানে, ছিনতাইটা অন্তত যেন না করতে পারে। ভাগ্য ভালো, পেয়েও গেলাম। রোগা-সোগা চেহারার একজন ড্রাইভার ।

এরপর আমাদের গন্তব্য অব্ধি কথোপকথন খানিকটা এরকম :

স : আরে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? যেখানে যাব বললাম এ তো সে রাস্তা নয়।
ড : (নির্বিকার মুখে) আই হ্যাভ লস্ট দ্য ওয়ে ।
স : লস্ট দ্য ওয়ে ? মানে ? আচ্ছা, তুমি ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনকে ফোন করে সঠিক রাস্তা জেনে নাও !
ড : ইট ইজ নট পসিবল সার ।
স : কেন ?
ড : আই ডাজ নট হ্যাভ আ মেম্বারশিপ।
স : ঠিক আছে। পুলিশকে ফোন করে রাস্তা জেনে নাও।
ড : দিস ইজ নট পসিবল উ।
স : হোয়াই ?
ড : পুলিশ উইল ক্যান্সেল মাই লাইসেন্স ইফ দে কাম টু নো আই হ্যাভ লস্ট মাই ওয়ে উইথ মাই প্যাসেঞ্জারস। ডোনট ওয়রি সার। টেক ইট।
স এটা ?
ড : দিস ইজ আ রোড ম্যাপ সার। গাইড মি।
স : রাস্তায় যে অত বড় বড় হোর্ডিং··· দেখতে পাওনি রাস্তার নামগুলো ?

ড : আই হ্যাভ নট সিন এনি হোর্ডিং সার। অ্যান্ড দিস রোড ইজ টোটলি আননোন টু মি ।

ম্যাপ থেকে সঠিক পথ খুজে এগোতে থাকলাম। ট্যাচতে নিশ্চিন্তে গা এলিয়ে বসে আছি। আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে যাব।

ড : সার, আই হ্যাভ লস্ট মাই গ্যাস।
গ : এবার, এবার কী করব ? বাইরে তো মাইনাস তিরিশ ডিগ্রি। দোকান-পাট বন্ধ। কোনো গ্যাস স্টাশনও খোলা নেই মনে হচ্ছে।
স : দূরে দ্যাখো, একটা লোক গ্যাস স্টেশনে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে না ?
গ : হ্যালো, হ্যালো, ও দাদা ... দা-দা···

চিৎকারে ভদ্রলোক তাকালেন। পেছন ফিরে ।

ভ : আরে মশাই, আপনে এহানে ?
স : আমাকে বলছেন ?
ভ : হ, আপনারেই কইতাসি। 'ঠিকানা' পত্রিকায় আপনের ছবি দেখসি। জানি আপনে এহানে আসতাসেন। তো, এত রাত্তিরে আপনে এহানে ?
স : আসলে আমাদের গাড়ির গ্যাস···
ভ : অ্যাই মিঞা, গাড়ি ব্যাক কর। ব্যাক কর।
গ্যাস তো পেলাম।তারপর ...
স : আপনি এবার কোথায় যাবেন ?
ভ : ক্যান, বাড়ি। আমার বাড়ি তো এহান থিক্যা ৪০ মিনিট দূর। আমি দাদা মহম্মদ সেলিম। এই গ্যাস স্টেশনে কাম করি। সন্ধ্যা ছয়টা থিক্যা রাত দুইটা অব্দি আমার ডিউটি।
স : আরে আরে, আপনি আবার গাড়িতে উঠলেন কেন ? আমরা ঠিক পৌঁছে যাব।
ভ : তাই কইলে অয় ? আপনেরা অইলেন গিয়া আমাগো অতিথি। আমি সকাল আটটা থিকা আর এট্টা চাকরি করি। বিকাল ৪ টা পর্যন্ত । মাঝে দুই ঘন্টা বিশ্রাম। বাড়িতে বউ আর দুইটা পোলা আসে।
স : এর মধ্যে বইও পড়েন ?
ভ : আরে গ্যাস স্টেশনে বইয়া কী করুম ? কাস্টমারেরা তো নিজিরাই গ্যাস ভইরা লয়। আমি বইপত্তর পড়ি। আপনেরও খান ছয়-সাত পড়সি।

যার বাড়িতে উঠেছিলাম সেখানে পৌঁছলাম । ভাড়া উঠেছিল ২৩০ ডলার। সহৃদয় ড্রাইভারটি মাত্র ৪০ ডলার নিল। এবং ট্রাবল দেবার জন্য ক্ষমা চাইল। সেলিম যাবার সময় বললেন, ‘কখনো কুনু বইতে যদি পারেন আমার কথা লিখবেন। আমি মহম্মদ সেলিম…’

লেখা ৬

সুমেরুতে সাতদিন

রাজর্ষি পাল

পেশায় চিকিৎসক রাজর্ষি পাল থাকেন ইংল্যান্ডে।একটি বিশেষ মেডিক্যাল ট্রেনিং – এ গিয়েছিলেন সুমেরু অভিযানে। ফিরে এসে লেখা সেই অভিযানের বিবরণ নিয়েই বাংলা স্ট্রিট – এ শুরু হল নতুন এই ধারাবাহিক।

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

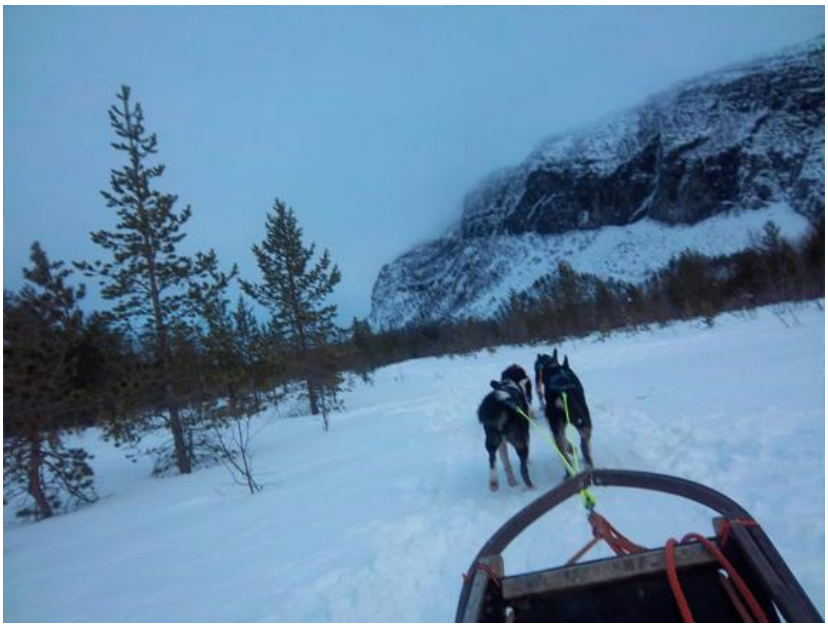

সুমেরু অভিযানের শেষে ফিরে এলাম আমার কর্মস্থলে। গত সাতদিন কাটল এক অসাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। সুমেরুর হিমাঙ্কের নীচে দিন এবং রাত্রি যাপন , বরফের গুহায় রাত কাটানো , কুকুরে টানা স্লেজ, স্নো স্কুটার , ক্রস কান্ট্রি স্কি, বরফে ঢাকা উপত্যকা, অরণ্যানী, হ্রদ , নদনদী, পর্বত অতিক্রম করে এগিয়ে চলা , বরফ-গলা জলে ঝাঁপ দিয়ে রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অনুভব করা শীতলতা কাকে বলে; শীতল নিশীথ রাতের আকাশে অ্যারোরা বোরিয়ালিস ----- বিগত সাতটা দিন কেতে গেল এক অসাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। আজ আপনাদের সাথে ভাগ করে নেব সেই সপ্নের গল্প।

১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

ফিরে গেলাম আট দিন আগে।

হিথরো বিমান বন্দর থেকে অসলো-গামী বিমানে উঠলাম । নরওয়ের রাজধানী অসলো। যাত্রা স্থল নরওয়ের এক্কেবারে উত্তরে, উত্তর মেরুতে অভিযান ।

পেশায় আমি চিকিৎসক । বর্তমানে ইংল্যান্ডে কর্মরত। যাত্রার উদ্দেশ্য এক বিশেষ ধরনের মেডিক্যাল ট্রেনিং। পাশ্চাত্য দেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক নতুন এক শাখা আত্মপ্রকাশ করেছে, ভারতে এখনো যা অপরিচিত । এর নাম এক্সট্রিম মেডিসিন।

পৃথিবীর দুর্গম-তম পরিবেশে কী ধরনের শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন এবং রোগ দেখা দিতে পারে, কীভাবে তার চিকিৎসা করা যায় , কীভাবে আহত বা অসুস্থকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনা যায়, তার ওপর চলছে নিরন্তর গবেষণা। এর মধ্যে পড়ে দুই মেরুর অতিশীতল আবহাওয়া, সুউচ্চ পর্বতের অল্টিচুড সিকনেস, মরুভূমির অতি তীব্র দাবদাহ, গভীর জঙ্গলে বন্য জন্তুর আক্রমণ বা বিষাক্ত সরীসৃপের আক্রমণ, সমুদ্রের তলায় শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন বা মহাকাশের স্পেস মেডিসিন. এছাড়াও বন্যা, ভূমিকম্প বা সুনামির মতন প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অঞ্চল। অ্যাডভেঞ্চার আমাকে বরাবরই টানে। অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পৃথিবীর অনেক দুর্গম স্থানে অভিযানের অভিজ্ঞতা আমার আছে। আমার পেশা এবং নেশার মেল-বন্ধন এই এক্সট্রিম মেডিসিন।

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিমানে প্রায় ঘন্টা দুই উত্তরমুখী যাত্রার পর নামলাম নরওয়ের রাজধানী অসলোর বিমান-বন্দরে। বরফে ঢাকা শুনশান বিমান-বন্দর, সীমিত জনসংখ্যা এবং অতিশীতল আবহাওয়া ; অথচ বিশাল বিমানবন্দর, আধুনিক সমস্ত ব্যাবস্থাই

সহজলভ্য। সন্ধ্যার আবছায়ায় বরফে ঢাকা এক দেশ যেন রূপকথার এক রাজ্য। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে বাস ধরে আমার যাত্রা স্থল হোটেল থন। 'থন' – নরডিক উপকথার দেবতা 'থন' – তাঁর নামেই হোটেলের নামকরণ। বরফে ঢাকা রাস্তা, দুপাশে বরফে আচ্ছাদিত পাইন গাছের জঙ্গল, শুনশান শীতল সন্ধ্যা। গুটিকয়েক যাত্রী নিয়ে বাস আমাকে নামিয়ে দিল হোটেলের দোরগোড়ায়। জিনিসপত্র নিয়ে হোটেলের রিসেপশন থেকে ঘরের চাবি নিয়ে দীর্ঘ লবি পেরিয়ে পৌছালাম আমার সুনির্দিষ্ট ঘরে। ছিমছাম পরিবেশ। আধুনিকতার সমস্ত আয়োজনই সম্পূর্ণ।

১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৩

ভোরবেলায় হোটেলের লবিতে এসে দাঁড়ালাম। বরফে আচ্ছাদিত শুভ্র-শীতল স্ক্যান্ডিনেভিয়া । বাস ধরে আবার অসলো এয়ারপোর্ট। এবং স্কান্ডিনেভিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমানে আরো দুঘন্টার উত্তরমুখী যাত্রা। সুভ্র-শীতল আচ্ছাদনে মোড়া রানওয়ে। আকাশ থেকে দেখা বরফে আচ্ছাদিত মহাদেশ-পর্বত-উপত্যকা-হ্রদ-নদীনালা-রাস্তাঘাট। যেন এক শীতল মরুভূমি। মেঘের রাজ্যে উঠে গেল বিমান। অসলোর উত্তরে সুমেরু বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত ছোটো অথচ ব্যাস্ত শহর ট্রমসো। দু ঘন্টার বিমান যাত্রার পর এই ট্রমসোতে বিমান পরিবর্তন। ছোটো বিমান আকাশে উঠল এবং আরো ঘন্টা দুই শীতল যাত্রার পর অবশেষে নামলাম নরওয়ের এক্কেবারে উত্তরের শেষ এবং ক্ষুদ্রতম শহর অল্টতে। বরফে ঢাকা রানওয়েতে নামল আমাদের বিমান। বেরিয়ে এসে বসলাম এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে। সামান্য কিছু যাত্রী এবং কর্মী। বাইরে বরফে ঢাকা পরিবেশ। এদিক-ওদিকে তাকাতে রুকস্যাক সহ দু-একজনকে চোখে পড়ল যারা আমার মতনই হতভম্ভ অবস্থায় বসে আছে। অনুমান করলাম আমার মতনই এরাও এসেছে অভিযানে যোগ দিতে। পরিচয় করলাম – ইংল্যান্ড থেকেই এসেছে – জন এবং মহিলা চিকিৎসক মেলানী।

আমরা অনেক আগেই পৌঁছেছিলাম অলটাতে। বাকিদের আসার কথা পরের ফ্লাইটে। আরও ঘন্টা তিনেক পর। ফাঁকা এয়ারপোর্টে গল্প-গুজব করে সময় আর পার হয় না। তবে পরের ফ্লাইট ভরতি হয়ে এল অভিযাত্রী দলের বাকি সদস্যরা – সব মিলিয়ে প্রায় জনা পঁচিশ। দলের অর্ধেকই মহিলা । সারা পৃথিবী থেকে যেন ঝেটিয়ে এল বাকিরা – অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে। ছোটো এয়ারপোর্ট গমগম করতে লাগল।

আমাদের নিতে এলেন দুই ইন্সট্রাক্টর – অ্যাডি এবং কেরি। সদা হাস্যময় দুই প্রৌঢ় – প্রাক্তন সেনা অফিসার। সূর্য ডুবে গিয়ে বাইরে তখন শীতল রাত। এয়ারপোর্টের বাইরে দাঁড়ানো দুই বিশাল বাস। বাসের পেটে যে যার লাগেজ ঢুকিয়ে বাসের ভেতরে বসলাম। ঘন্টা-খানেক বাস যাত্রার পর এসে পৌঁছালাম আমাদের বেসক্যাম্পে – নামটা বেশ খটমট – সুভুলপমি। মাঝখানে একজায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল আমাদের বাস। সবাই নেমে স্টোর থেকে নিয়ে এলাম মাপমতো আপাদমস্তক ঢাকা জ্যাকেট, ভেতরে ফোম দেওয়া গাম-বুট আর আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র – অতিশীতল আবহাওয়ায় আত্ম-রক্ষার অতিপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

দ্বিতীয় ভাগ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

লেখা ৭

কলকাতায় এবার ভারতসেরা ডায়াবেটিস চিকিৎসা

নিজস্ব প্রতিবেদন

চেন্নাই খ্যাত এ আর এইচ বা ডা এ রামচন্দ্রন ডায়াবেটিস হসপিটাল এবং ওসি কনসালট্যান্টসের যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় সল্টলেকের সি ই ১৭, সেক্টর ১-এ একটি ডায়বেটিস স্পেশালিটি ক্লিনিকের শুভ উদ্বোধন হয়েছিল গত এপ্রিলে। সফল সেই প্রয়াসের পর তাদের দ্বিতীয় ও পি ডি হয়ে গেল ২১ মে ২০২৩।

প্রথম ওপিডির মতো এবারও এই কেন্দ্রে বিপুল সংখ্যক রোগী সমাগম হয়েছিল। সকলকেই অগ্রিম বুকিং করতে হয়েছে নিয়মমাফিক। ওপিডিতে উপস্থিত ছিলেন চেন্নাই এ আর এইচ হসপিটালের স্বনামখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার অরুণ রাঘবন এবং ডা নন্দিতা অরুণ।

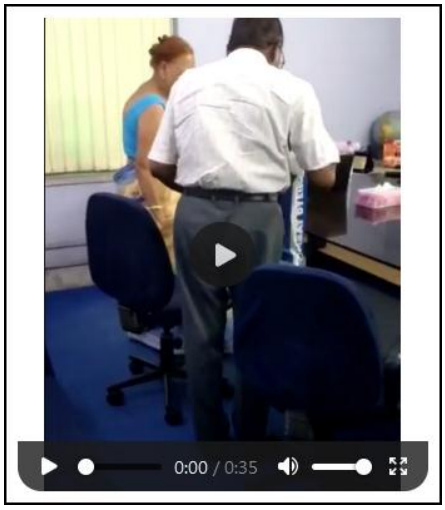

সকাল ন'টা থেকে সারাদিনব্যাপী এই কর্মকান্ডে কলকাতা ছাড়াও বর্ধমান, দুর্গাপুর সহ নানা দূরবর্তী এলাকা থেকেও রোগীরা উপস্থিত ছিলেন। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় সংস্থার এই প্রয়াসে তারা সকলেই খুব উপকৃত। রোগীদের চাহিদা অনুযায়ী সটলেক এর এক নং সেক্টরে এই কেন্দ্রটিকে স্থায়ী ডায়াবেটিস স্পেশালিটি ক্লিনিকে পরিণত করার জন্য শীঘ্র যৌথ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

শতবর্ষ পেরিয়ে গেলেন মৃণাল সেন

তাপস দেব রায়

সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পেরিয়ে গেলেন শতবর্ষ । নকশালবাড়ি আন্দোলন, রাজনৈতিক তীব্র অস্থিরতা, ছাত্র-যুব আন্দোলন, বেকারত্ব, উদ্বাস্তু সমস্যা, উচ্চবিত্তের নিষ্ক্রিয় নিস্পৃহতা, অসহায়তা , মুক্তি কোনো কিছুকেই এড়িয়ে যায়নি তাঁর ক্যামেরা। যায়নি না বলে বলি বরং আসুন যেতে পারেনি। পারেনি কারণ তাঁর কমিটমেন্ট। এই কমিটমেন্ট থেকেই আজ মৃণাল সেন সেই অন্যতম ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকার যিনি মূলত বাংলা এবং কয়েকটি হিন্দি ও তেলেগু চলচ্চিত্রের জন্য সুখ্যাত। সমসাময়িক সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, এবং তপন সিনহার পাশাপাশি তিনি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের একজন হিসাবে বিবেচিত। বাংলা চলচ্চিত্রে নব তরঙ্গের অন্যতম পথিকৃৎ মৃণাল একাধিক ভারতীয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছেন। ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণে সম্মানিত করে, এবং ফ্রান্স সরকার তাকে Ordre des Arts et des Lettres দিয়ে সম্মানিত করেছিল। রাশিয়ান সরকার তাঁকে অর্ডার অফ ফ্রেন্ডশিপ দিয়ে সম্মানিত করে। সেন ভারতের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সর্বোচ্চ পুরস্কার দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে ভূষিত হন। ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে যাঁরা তিনটি বড় চলচ্চিত্র উৎসব যেমন কান, ভেনিস এবং বার্লিনলে পুরস্কার জিতেছেন সেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মূল্যবোধ এবং

আদর্শে "ব্যক্তিগত মার্কসবাদী মৃণাল ‘ভুবন সোম’ পরিচালনা করেছিলেন যে ছবিটি ভারতে "নিউ ওয়েভ সিনেমা আন্দোলন" শুরু করেছিল।

পরবর্তী সময়ে তিনি যে ছবিগুলি তৈরি করেছিলেন তা ছিল মূলত রাজনৈতিক এবং মার্কসবাদী শিল্পী হিসেবে তিনি ভারতজুড়ে ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে সেই অস্থিরতার মূল সন্ধান করেছিলেন তাঁর অবলম্বন শিল্প মাধ্যমটিকে হাতিয়ার করে। তাঁর সবচেয়ে সৃজনশীল পর্যায়ে বিশেষ করে কলকাতা এবং তার আশেপাশের পটে তিনি নকশাল আন্দোলন নামে পরিচিত কাল পর্যায়কে কেটেছিঁড়ে আলোকিত করেছেন। বাইরের শত্রুদের সন্ধান করার পরিবর্তে, তিনি তাঁর নিজের মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেই শত্রুদের সন্ধান করেছিলেন। পুনশ্চ (১৯৬১) থেকে মহাপৃথিবী (১৯৯২) পর্যন্ত মৃণাল সেনের অনেক সিনেমাতেই কলকাতাকে বিশিষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। তিনি কলকাতাকে দেখিয়েছেন চরিত্র হিসেবে, অনুপ্রেরণা হিসেবে।

১৯৮২ সালে তিনি ৩২ তম বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জুরির সদস্য ছিলেন। ১৯৮৩ সালে তিনি ১৩ তম মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জুরির সদস্য ছিলেন। ১৯৯৭ সালে সেন ২০ তম মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জুরির সদস্য হন।

লেখা ৯

চাই সময়ের সঙ্গে তাল দেবার মানসিকতা

শ্যামল সেনরায়

সম্প্রতি একটি জাতীয় সমীক্ষায় দেখা গেছে দেশে মাল্টিডিসিপ্লিনারি ইউনিভার্সিটিগুলির মধ্যে দিল্লির জে এন ইউ এক নম্বরে থাকলেও পাঁচ এবং ছয় নম্বরে আছে কলকাতা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। হিসেব বলছে এক এবং দুই নম্বরে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় দুটি অর্থাৎ জওয়াহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় আর বি এইচ ইউ অর্থাৎ বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি গত কয়েক বছরে নানা দিক থেকেই ঝঞ্ঝাটের কেন্দ্রে যেমন থেকেছে তেমনই শিক্ষকেন্দ্র হিসেবে ঔৎকর্ষের ক্ষেত্রেও নিজেদের সুনাম নজরে পড়ার মতো ভাবে বজায় রাখতে পেরেছে।যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে যেটা নজরে আনার তা হল তারা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষালাভের জন্য বিশেষ সুযোগ কী রাখতে পারছে। এই প্রশ্নেই বি এইচ ইউ-এর তরফে বড়ো গলা করে বলার তাদের গ্রন্থাগারের কথা, যেখানে গত কয়েক বছরে জমা হয়েছে ১৬ লাখের মতো প্রিন্টেড ডকুমেন্ট এবং ৮৬ হাজারের মতো ই-বই, কমবেশি দেড় লাখের মতো ভিডিও লেকচার, সেই সঙ্গে ১০ হাজারের মতো জার্নাল যা ব্যতীত আপনি জ্ঞানের সাম্প্রতিক দিগন্তকে ছোঁবার কথা ভাবতেও পারবেন না। তথ্য বলছে প্রায় সারা দিনরাত খোলা এই গ্রন্থাগার প্রত্যেক দিন

ব্যবহার করেন ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী। গবেষণা বলুন বা অন্য প্রয়োজন , এই গ্রন্থাগার দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানকেই টেক্কা দিতে পারে বলে বলে।

এশিয়ার মধ্যে সবথেকে বড়ো রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি বিএইচ ইউ। এখানে থেকে পড়ার সুযোগ আছে ২০,০০০ জনের এবং কাছাকাছি থেকে পড়া চালাতে পারেন আরো ২০,০০০ জন। তবু কী রিসার্চ ফ্যাকাল্টি-স্টুডেন্ট রেশিও, কী অ্যাডেমিক ও এমপ্লয়ার রেপুটেশন ইত্যাদি কোনো নিরিখেই এই বিশ্ববিদ্যালয় এখনো বিশ্বে সেরাদের মধ্যে আসতে পারেনি তো বটেই, এসব নিরিখে সেরা ১০০র মধ্যে স্থান পায়নি দেশের অন্যরাও। অথচ এক বি এইচ ইউ –ই দাবি করতে পারে তারা ১৫ থেকে ২০ জন এমন মানের পোস্ট ডক ফেলো পেয়েছেন যারা এই মুহূর্তে পেপারের নিরিখে ভালো ফল করতে পারবেন।

একই কথা বলা যায় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফেও। তাঁরাও এত দিন অ্যাড হক ভিত্তিতে বহু শিক্ষক নিয়ে কাজ চালিয়েছেন বটে কিন্তু এখন প্রচুর শিক্ষক নিচ্ছেন।উইক সারভেতে দেশের টেকনিক্যাল ইউনিভারসিটি্গুলির মধ্যে প্রথম স্থানে থাকা আই আই টি বম্বের তরফে জানানো হচ্ছে এখন প্রয়োজন এক্সট্রা অর্ডিনারিলি ট্রেইনড ম্যান পাওয়ার। নইলে এই মুহূর্তে যা প্রয়োজন সেই লক্ষ্য পূরণ করা অসম্ভব। হিসেব বলছে ছাত্রদের সামনে এখন বেছে নেবার সুযোগ অনেক বেশি। দিল্লি আই আই টির ডিরেক্টর রঙ্গন ব্যানার্জির মতে , ইট ইজ চ্যালেঞ্জিং টু গেট দেয়ার অ্যাটেনশান। কীভাবে এই নজর টানতে হবে ? প্রশ্নের জবাবে তাঁর সটান উত্তর দ্য অ্যাপ্রোচ ক্যানট বি কনভেনশনাল। অর্থাৎ গত দিনগুলির বাঁধা পথে নজর টানা যাবে না।

শিক্ষাবিদদের একাংশের মতে, ভারিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উচিৎ এই মুহূর্তে বিদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দিকে নজর দেওয়া। বুঝে নেওয়া বিশ্বে টপ টেন-এ উঠে আসার জন্য তারা কী করেছে। যেমন ধরা যাক এই মুহূর্তে বিশেষ করে টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তরফে নতুন প্রযুক্তির দিকে নজর রেখে প্রয়োজন তাদের কারিকুলাম নির্ধারণ করা।ইংরেজিতে যাকে বলে হিউম্যান অ্যাসিসিভ , সেই ধরনের টেকনিক্যাল বিষয়গুলি যেমন আনতে হবে কোর্সে, তেমনই সেই সব বিষয়ে পাঠ দেবার জন্যে প্রয়োজনে বিদেশ থেকেও আনতে হবে প্রশিক্ষক।

মোট কথা, কেবল অভিযোগ নয়, দেখতে হবে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার পথ। কেননা, আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে অনেক কিছুই আছে, কিন্তু তাকে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে ব্যবহার করার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন, এটাই কিন্তু ঘটনা।

লেখা ১০

স্বপ্নপূরণ ধোনির

স্বপন সোম

আর একটু হলেই চেন্নাই সমর্থকদের চোখে খলনায়ক হয়ে যেতেই পারতেন ধোনি। অম্বাতি রায়ডু হওয়ার সময় চেন্নাইয়ের দরকার ছিল ১৫ বলে ২২। ভেবেছিলেন আবার নিজের পুরনো ফিনিশার রূপ ফেরাবেন। কিন্তু ক্রিকেট কোনো চিত্রনাট্য মেনে হয় না। তাই ধোনিরও ২০১১ বিশ্বকাপ ফাইনালের মতো নায়ক হওয়া হল না।

মোহিত শর্মার শেষ বলটা রবীন্দ্র জাডেজার পায়ে লেগে ফাইন লেগের বাউন্ডারির দিকে এগিয়ে যাওয়ামাত্রই আর উত্তেজনা চেপে ধরে রাখতে পারলেন না চেন্নাইয়ের ক্রিকেটাররা। ডাগআউট একের পর এক হলুদ জার্সি ছুটে গেল মাঠে। তিনি ছিলেন একটু পিছনের দিকেই। ক্যামেরা খুব অল্প সময়ের জন্যে ধরল তাঁর মুখ। মাথা নীচু। চোখ বন্ধ। মহেন্দ্র সিংহ ধোনি ঠিক এতটাই শান্ত। হারলেও কেঁদে ভাসান না। জিতলেও নিজেকে আবেগে ভাসিয়ে দেন না।

মাথা নীচু করে নিজের মতো সময়টা বেশি ক্ষণ উপভোগ করা হল না। সতীর্থরা এসে ডাকাডাকি শুরু করাতে তিনিও হাঁটা দিলেন মাঠের দিকে। মুখে স্মিত হাসি। তবে সবার আগে এগিয়ে গেলেন রবীন্দ্র জাডেজার দিকে। জাডেজাও তখন ধোনির দিকে এগোচ্ছিলেন। সোজা তাঁকে কোলে তুলে নিলেন তিনি। এই জাডেজার সঙ্গেই ধোনির ঝামেলা কয়েক দিন আগে শিরোনাম হয়েছিল। একটি ম্যাচে জাডেজার খারাপ

বোলিং দেখে তাঁকে ধমকেছিলেন ধোনি। আবার দু' জনের মধ্যে ঝামেলার জল্পনা ছড়িয়ে পড়ে। সেই ঘটনা যে জল্পনাই ছিল, ব্যক্তিগত কোনও প্রভাব পড়ে না, সেটা দুই ক্রিকেটারের আচরণ দেখেই বোঝা গেল। গত বছর এই জাডেজার হাতেই অধিনায়কত্বের ভার তুলে দিয়েছিলেন ধোনি। জাডেজা সামলাতে পারছেন না দেখে নিজে আবার দায়িত্ব ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। বরাবরই ধোনির প্রিয় ক্রিকেটার জাডেজা। দলের অন্যতম সেরা অস্ত্রের একজনকে সামনে দেখে অবশেষে আর আবেগ আটকাতে পারেননি।

গ্যালারি থেকে গোটা ম্যাচে হলুদ পতাকা নাড়িয়ে যাচ্ছিল সাদা ফ্রক পরিহিতা ধোনি-কন্যা জিভা। পাশে ছিলেন স্ত্রী সাক্ষী। ম্যাচ শেষ হতেই নেমে এলেন মাঠে। মেয়ের সঙ্গে কিছু ক্ষণ খুনসুটি চলল। এর পর কোলে তুলে নিলেন মিচেল স্যান্টনারের সন্তানকে। তাঁকে এসে আবার আদর করে দিলেন জিভাই।

একেবারে শেষের দিকে এল সেই মুহূর্ত। আগে বেশ কয়েক বার আইপিএল ট্রফির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিলেন। আগে চার বার হাতে একই ট্রফি তুললেও সেই ছাপ কোথাও ছিল না। মনে হচ্ছিল প্রথম বারের মতো ট্রফি পেতে চলেছেন। ট্রফি তোলার সময়েও সেই অপার মুগ্ধতা। রোমাঞ্চকর আই পি এল ফাইনালের সাক্ষী রয়ে গেল মাঝরাতের মোতেরা। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচের ভাগ্য সামলে নিয়ে শেষ হাসি হাসল ধোনি ব্রিগেড। আর অন্যদিকে লোকে বলল তারুণ্যেই বাজি জিতে নিল তারা। সি এস কে। চেন্নাই সুপার কিংস। ড্যাডিজ আর্মি বলে যাকে চিনত গোটা মাঠ। অন্তত এই কটা দিন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

গুজরাত : ২১৪ - ৪ চেন্নাই : ১৭১ - ৫

লেখা ১১

আইপিএল - বিজনেস মডেল, ব্র্যান্ড ভ্যালু ইত্যাদি নিয়ে কিছু তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন

এই মুহূর্তে আই পি এল হচ্ছে বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী স্পোর্টস লিগ, কারণ এর ব্র্যান্ড ভ্যালু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮.৪ বিলিয়ন ডলারে । এর পিছনে আছে নতুন মিডিয়া রাইটস আর গুজরাট টাইটানস আর লখনউ সুপার জায়ান্টসের মতো দুটি দলের সংযোজন। এই নিরিখে এই ২০২৩-এ প্রথমে আছে ন্যাশন্যাল ফুটবল লিগ (বা এন এফ এল), যার ব্র্যান্ড ভ্যালু ১০.৮ বিলিয়ন ডলার। এন এফ এলের প্রতিটি ম্যাচের ব্রডকাস্ট ভ্যালু যেখানে ১৭ মিলিয়ন ডলার সেখানে আই পি এলের প্রত্যেক ম্যাচের ব্রডকাস্ট ভ্যালু ১৩.৪ মিলিয়ন ডলার।এমনকি এই নিরিখে আইপিএল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাত ইপিএল-কেও পিছনে ফেলে দিয়েছে। এ থেকে গ্লোবাল স্পোর্টিং ল্যান্ডস্কেপে আইপিএলের অবস্থান স্পষ্ট।

তথ্য ডাউনলোড করুন

দায়বর্জন বিবৃতি

এই লেখায় আমরা তথ্যাবলীকে শুধুমাত্র চর্চার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছি যা কোনোমতেই পরামর্শ বা আইনি মতামত গঠন করতে উৎসাহ দেবার জন্য নয়। পাঠকদের এই লেখার ভিত্তিতে কোনো পদক্ষেপ নেবার আগে প্রাসঙ্গিক আইনি বিধান, সার্কুলার সহ সমস্তরকম নথি ইত্যাদি পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

যোগাযোগ

ইমেইল

write@banglastreet.online

ফোন (ভারত)

+91 33 4062 1285

ফোন (বাংলাদেশ)

01924935620

ঠিকানা (ভারত)

CE 17, 3rd Cross Road,
Sector 1, Salt Lake, Kolkata,
West Bengal 700064

ঠিকানা (বাংলাদেশ)

House No.27B, 1st Floor,
Road-3 Dhanmondi,
Dhaka 1205

বাংলা স্ট্রিট অনলাইন

আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন